Department of Patents, Industrial Designs and Trade Marks

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (শিঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক 6/2/24

JOURNAL

February, 2024

GI Journal No. 30

Published on :

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২ (দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৪৭
আবেদনের তারিখ : ২২-০৮-২০২৩ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "গোপালগঞ্জের রসগোল্লা" যা শ্রেণি ২৯ ও ৩০ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ "গোপালগঞ্জের রসগোল্লা"

শ্রেণি ঃ ২৯ ও ৩০

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ।

খ) ঠিকানা ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক প্রকার মিষ্টি।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

১. গোপালগঞ্জের রসগোল্লা এক প্রকার রসালো মিষ্টি।

২. এটি খাঁটি ছানা আর চিনি দিয়ে তৈরি।

৩. এতে ময়দার কোন ব্যবহার নেই।

৪. এই রসগোল্লা দেখতে সাদা ও গোলাকার আকৃতির হয়।

৫. গোপালগঞ্জের রসগোল্লায় মিষ্টির পরিমাণ খুবই কম।

৬. রস বা চিনির সিরা পাতলা করার কারণে রসগোল্লা খেতে নরম লাগে।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

গোপালগঞ্জের রসগোল্লা খুবই সুস্বাদু এক প্রকার মিষ্টি। রসগোল্লার নাম শুনলেই আমাদের মনে বড় বড় ও গোল গোল যে অধিক মিষ্টির গোল্লাগুলো ভেসে উঠে গোপালগঞ্জের রসগোল্লা তেমনটা নয়। এগুলো সাদা আকৃতি ও অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে থাকে। গোপালগঞ্জের রসগোল্লা সাদা ব্যতীত অন্য কোন রঙের তৈরি করা হয় না। এই রসগোল্লায় মিষ্টির পরিমাণ কম হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের কাছে খুবই পছন্দের।

গোপালগঞ্জের রসগোল্লার উৎপাদন শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। ১৯৩৮ সালে বসন্ত দত্ত তাঁর ১৪ বছর বয়সী ছেলে সুধীর দত্তকে নিয়ে শহরের মুনসেফ আদালত এলাকার আমগাছের নিচে একটি ঘরে রসগোল্লা উৎপাদন শুরু করেছিলেন। বর্তমানে এটি গোপালগঞ্জ সাবরেজিস্ট্রারের কার্যালয় এলাকা। মিষ্টি ব্যবসা ছিল বসন্ত দত্তের সংসার চালানোর উপার্জন মাধ্যম। এই মিষ্টি সুস্বাদু হওয়ার কারণে স্থানীয়ভাবে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই বসন্ত দত্তের পরে সুধীর দত্ত এবং সুধীর দত্তের পর বর্তমানে তার ছেলেরা এই রসগোল্লার উৎপাদন ও বিপণন ধরে রেখেছেন বংশ পরম্পরায়। এছাড়া দত্তদের মিষ্টির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে শহরের কোর্টপাড়া, ডি সি মার্কেট, পুলিশ লাইন, সিলনা বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় আরও কিছু মিষ্টি ব্যবসা গড়ে উঠে এই রসগোল্লাকে কেন্দ্র করে। গোপালগঞ্জের রসগোল্লার পাইওনিয়ার ধরা হয় এই দত্তদের।

গোপালগঞ্জের রসগোল্লা স্থানীয়দের পাশাপাশি পরিচিতি লাভ করেছে সারাদেশে। বিশেষ করে গোপালগঞ্জে কেউ আসলে নিজে স্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি বাড়ি ফেরার পথে রসগোল্লা নিয়ে যান। জেলায় সরকারি, বেসরকারি সব অনুষ্ঠানে এই রসগোল্লা প্রাধান্য পায়। এমনকি দূর-দূরান্তে অতিথির জন্য পাঠানো হয়। এছাড়া প্রবাসীদের মাধ্যমে ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার অনেক দেশে যায়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উৎপাদন করা হয় রসগোল্লা। দিনের মিষ্টি দিনেই শেষ হয়ে যায়। রসগোল্লার চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। সমান তালে দুধের উৎপাদন না বাড়ার কারণে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। তাদের দাবি প্রতিদিন অসংখ্যা ক্রেতা রসগোল্লা না পেয়ে ফিরে যায়।

ছ) ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

মূলত গোপালগঞ্জ শহরেই তৈরি হয় এই রসগোল্লা। বিশেষ করে শহরের কোর্টপাড়া, ডি সি মার্কেট, পুলিশ লাইন, সিলনা বাজারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই রসগোল্লা পাওয়া যায়। এই রসগোল্লা স্থানীয় দেশি গরুর খাঁটি দুধ দ্বারা তৈরি করা হয়।

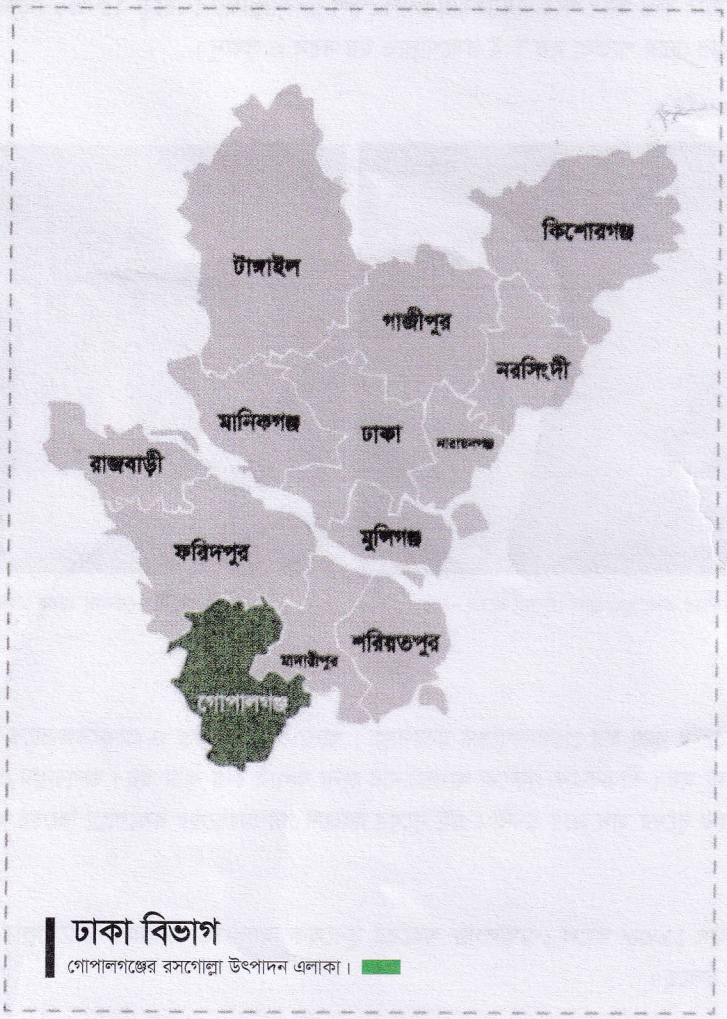

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ

শ্যামাদাস দে রচিত 'বহে মধুমতী' বইটি ১৯৭৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি লেখা হয়েছে 'বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মানুষের সামাজিক জীবন ; ভারতে একজন বাঙালি শরণার্থীর স্মৃতি' নিয়ে। এই বইয়ে উল্লেখ আছে, "...গোপালগঞ্জ থেকে ফিরলেন। পেছনে নগরবাসী। নগরবাসীর মাথায় মস্ত এক হাঁড়ি। হাঁড়ি ভরতি রসগোল্লা।"

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

গোপালগঞ্জের রসগোল্লা তৈরির উপাদান দুধ ও চিনি। স্থানীয় কাঁচামাল দ্বারা তৈরি করা হয় গোপালগঞ্জের রসগোল্লা। প্রথমে পরিচিত ঘোষদের থেকে গরুর খাঁটি দুধ সংগ্রহ করা হয়। এরপর তা জ্বাল দিতে দিতে ছানা তৈরি করা হয়। পুরাতন ছানার পানি/ফিটকারি কিংবা লেবুর রস দিয়ে জ্বাল দেওয়া দুধের ছানা ফাটানো হয়। এরপর তা পরিষ্কার তেনায় পেচিয়ে ৩০-৪০ মিনিট ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরফলে অতিরিক্ত পানি ঝরে গিয়ে ছানাগুলো পরোটার খামিরের ন্যায় তৈরি হয়। পরে খামির থেকে ছোট ছোট অংশে আলাদা করা হয়, এরপর তা গোলাকার আকৃতি দেওয়া হয়। একই সাথে আলাদা একটি কড়াইতে পানি এবং চিনি জ্বাল দিয়ে সিরা তৈরি করা হয়। পরে এই সিরায় গোল গোল রসগোল্লাগুলো ছেড়ে ২৫-৩০ মিনিট জ্বাল দেওয়া হয়। এই সিরা অন্য যেকোন সিরার চেয়ে পাতলা হয় তাই রসগোল্লাও হয় নরম ও সুস্বাদু।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি ঃ

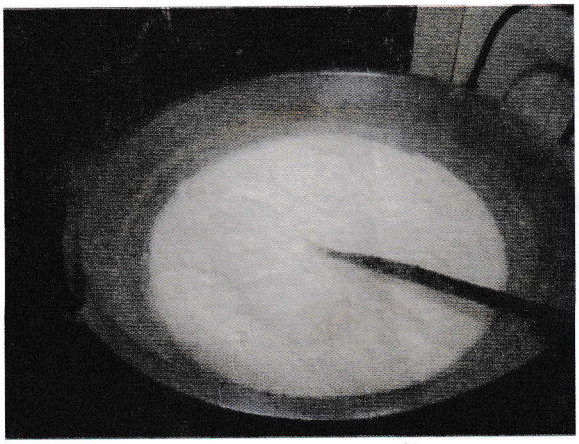

ছবি ঃ ছানা তৈরির জন্য দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছে।

ছবি ঃ পরিষ্কার তেনায় ছানা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

দেশি গরুর দুধ দ্বারা তৈরি করা হয় গোপালগঞ্জের রসগোল্লা। খাদ্য হিসেবে খড় ও প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত নদীর পাড়ের চরাঞ্চলে ঘাস খাওয়ানো হয়। শীতকালে গরুকে খাওয়ানোর জন্য কলাই চাষ করা হয়। জলবায়ুর প্রভাবের কারণে এই ঘাস এবং কলাই খাওয়া গরুর দুধের স্বাদ প্রায় একই। এই দুধের কারণে গোপালগঞ্জের রসগোল্লা বিশেষ স্বাদের হয়ে থাকে।

ট) ব্যবহার কাল ঃ

ব্রিটিশ শাসনামলে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জ শহরের মুনসেফ আদালত এলাকায় রসগোল্লার উৎপাদন শুরু হয়। যা এখনও সুনামের সাথে চলছে।

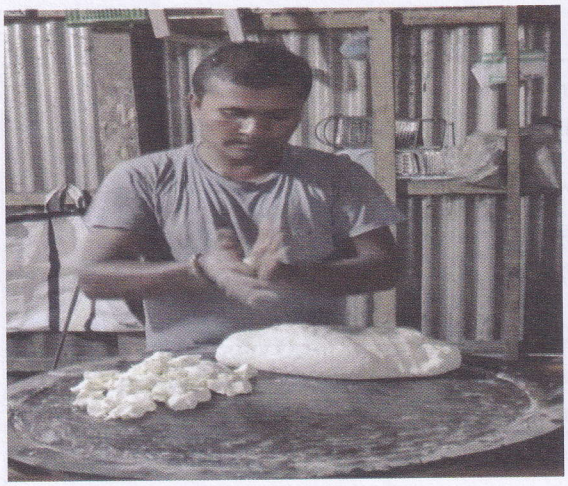

ছবি ঃ ছানাকে ছোট ছোট টুকরা করা হচ্ছে।

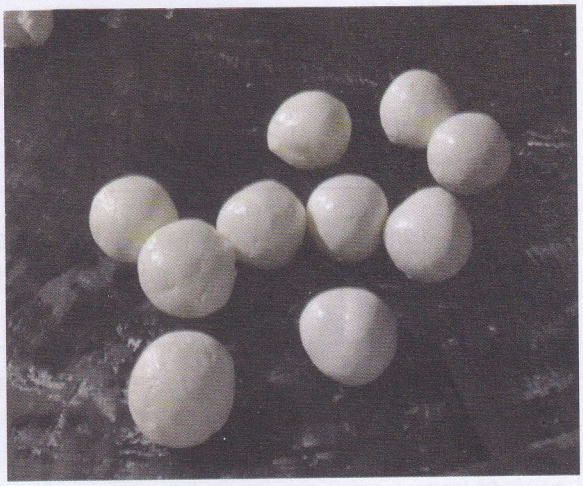

ছবি ঃ টুকরাগুলোকে রসগোল্লার আকৃতি দেওয়া হয়েছে।

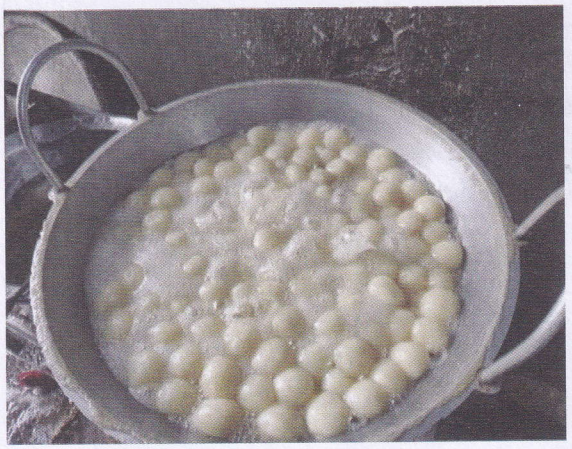

ছবি ঃ রসগোল্লা চিনির সিরায় জ্বাল দেওয়া হচ্ছে।

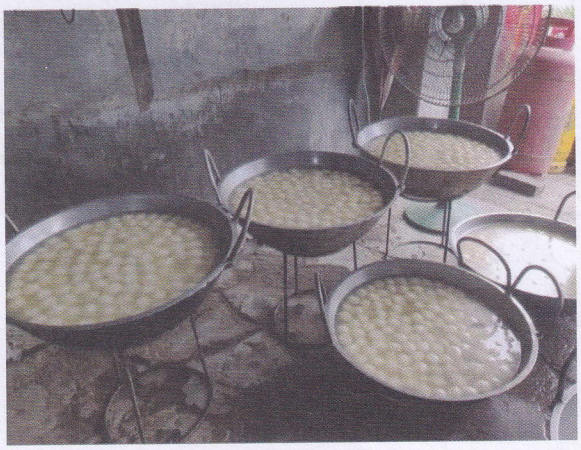

ছবি ঃ বিক্রয় উপযোগী গোপালগঞ্জের রসগোল্লা।

উৎপাদকের তালিকা ঃ

দত্ত মিষ্টান্ন ভান্ডার ডি সি মার্কেট, গোপালগঞ্জ ০১৮৮২৬২৯১৫১	ত্রিনাথ মিষ্টান্ন ভান্ডার ডি সি মার্কেট, গোপালগঞ্জ ০১৭১১৭৮৩৫৯৮	দীপক সুইটস ডি সি মার্কেট, গোপালগঞ্জ ০১৭৫৪১৭৫২৯
নিউ দত্ত মিষ্টান্ন ভান্ডার ডি সি মার্কেট, গোপালগঞ্জ ০১৬২০৬১৬৪০২	মধুমতী মিষ্টান্ন ভান্ডার ডি সি মার্কেট, গোপালগঞ্জ ০১৭১২৯৫৮৬৯৫	মিলন মেলা মিষ্টান্ন ভান্ডার সিলনা বাজার, গোপালগঞ্জ ০১৯২৬৭১৫৯৯৬
বিধান কৃষ্ণ ঘোষ ডেয়ারি পুলিশ লাইন মোড়, জামে মসজিদ সংলগ্ন, গোপালগঞ্জ ০১৭৪১৭১৬২৭০	গোপালগঞ্জ মিষ্টি মহল পুলিশ লাইন, গোপালগঞ্জ ০১৯৮৪৩৪২৮৩৭	অলোক ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডার পুলিশ লাইন, গোপালগঞ্জ ০১৯১৪৩৫৫৬৭৩
	দি ঘোষ পুজা মিষ্টান্ন ভান্ডার পুলিশ লাইন, গোপালগঞ্জ ০১৯২৬৮৩৮৪০০	

রেফারেন্স ঃ

১. বহে মধুমতী। শ্যামাদাস দে। মুখোমুখি প্রকাশনী, কলকাতা । ১৯৭৯

২. ৮৫ বছর ধরে মানুষের মুখে মুখে 'দত্তের মিষ্টি'র সুনাম-প্রথম আলো-০৫ জুন ২০২৩ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/jj6fjs9in

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিডিপি-ক শাখা–১১৯৮/২০২৩-২০২৪/শিঃ–০৮-০২-২০২৪–২০০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.